PRINT

সমকাল

একজন শিক্ষকই ভরসা

লালমোহন শামছুল হাওলাদার প্রাথমিক বিদ্যালয়

১১ ঘণ্টা আগে

আনোয়ার রাব্বী, লালমোহন (ভোলা)

তিনটি ক্লাসের ১১০ শিক্ষার্থীকে একাই দৌড়ে দৌড়ে পড়ান। শুধু পড়ান-ই-না, স্কুলের দরজা খোলা থেকে শুরু করে স্কুল বন্ধ পর্যন্ত সব কাজ ওই একজন শিক্ষকই করেন। গত ২ অক্টোবর সরেজমিনে এ চিত্র দেখা যায়, ভোলার লালমোহন উপজেলার পশ্চিম চরউমেদ ইউনিয়নের কচুয়াখালী গ্রামের শামছুল হাওলাদার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গত ৯ মাস ধরে স্কুলে একমাত্র শিক্ষক জহিরুল ইসলাম। তিনি স্কুলের পতাকা উত্তোলন, ঘণ্টা বাজান, অফিসের সব কাজ করেন। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্কুলবিহীন গ্রামে এক হাজার ৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় শিক্ষানুরাগীরা ৩০

শতাংশ জমিদান করলে সরকার ২০১৭ সালে শামছুল হাওলাদার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

বর্তমানে শামছুল হাওলাদার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১০ জন। এর মধ্যে শিশু শ্রেণিতে ৩৩, প্রথম শ্রেণিতে ৪৫, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩২ ছাত্র আছে। এই ১১০ ছাত্র পড়ানোর জন্য আছেন মাত্র একজন শিক্ষক। ৯ মাস ধরে স্কুলের এ দুরবস্থা চলছে। মাঝে মধ্যে দু-একজন শিক্ষক দু-একদিনের জন্য এলেও তদবির করে চলে যান অন্যত্র। কিন্তু শিক্ষক জহিরুল ইসলামের বাড়ি ওই গ্রামেই। সে জন্য শত কষ্ট সহ্য করেও তিনি একাই সব সামলাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে শামছুল হাওলাদার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফয়সাল, তাওহীদ, ঝুমুর, তাসলিমাসহ অনেকে জানায়, শিক্ষক না থাকায় আমাদের বিদ্যালয়ে ঠিকমতো পড়াশোনা হচ্ছে না। বিদ্যালয়ে শিক্ষক না থাকায় স্কুলে উপস্থিতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা বাদ দিয়ে নদীতে ও ক্ষেত খামারে কাজ করছে।

একা কীভাবে স্কুল চালান- এ প্রশ্নের জবাবে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র শিক্ষক জহিরুল ইসলাম বলেন, তিন শ্রেণির ক্লাস চললেও সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত একা স্কুল চালানো এক কথায় অসম্ভব। স্কুলের দরজা খোলা থেকে শুরু করে স্কুল বন্ধ পর্যন্ত সব কাজ আমাকে একাই করতে হয়। গত ১ জানুয়ারি বিপিএড প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান শিক্ষক ফিরোজ। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে আমি একাই ক্লাস করছি।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্কুলবিহীন গ্রামে এক হাজার ৫০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কর্মসূচির আওতায়,ফারজানা চৌধুরী রত্না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নুরুন্নবী চৌধুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজী রশিদ আহমেদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শেখ রাসেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফারজানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শামছুল হাওলাদার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পিইডিপি -২ কর্মসূচির আওতায় পাঠদানের জন্য একটি ভবন ৬০-৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। কিন্তু নবপ্রতিষ্ঠিত এই ৬ বিদ্যালয়ে এখনও শিক্ষক পদায়ন করা হয়নি। অন্য স্কুল থেকে একজন, দুইজন শিক্ষককে ডেপুটেশনে সংযুক্তি দিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পরিমল চন্দ্র শিক্ষক সংকটের কথা স্বীকার করে বলেন, এ উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকট চলে আসছে। নতুন শিক্ষক নিয়োগ করা হলে শূন্যপদগুলো পূরণ করা হবে। শিক্ষক সংকটকের কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

© সমকাল 2005 - 2018

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com